চুয়াডাঙ্গায় সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর “পদধ্বনি” অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৬২১তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল চারটায় পরিষদের নিজস্ব কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক হুমায়ুন কবীর এবং সঞ্চালনায় ছিলেন অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতা।

আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন— গুরু কাজল মল্লিক, জি এম জোয়ার্দার, মরিয়ম সুলতানা ভুবন, সালমা খাতুন, মর্জিনা খাতুন, আব্বাসউদ্দীন, হারুন অর রশিদ, আবু নাসিফ খলিল, সুমন মালিক, গোলাম কবীর মুকুল ও পূর্ণিমা রাণী সাহা। এছাড়া গল্প শুনিয়েছেন মিম্মা সুলতানা মিতা ও সরদার আলী হোসেন।

পাঠকদের লেখা ও সাহিত্য নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, সরদার আলী হোসেন, হুমায়ুন কবীর এবং আবু নাসিফ খলিল। চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের এই মিলনমেলায় জেলার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় পালাগানের আসরে চলছে রমরমিয়ে মাদক ব্যবসা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গ্রামে গ্রামে কালু গাজীর পালাগানের অনুষ্ঠানে রমরমিয়ে চলছে মাদক ব্যবসা।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ‘গাজীর মান্নত গানের’ অনুষ্ঠানে একদল অসাধু মাদক ব্যবসায়ী মাদক বিক্রির সুযোগ নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আলমডাঙ্গা ও আশপাশের এলাকায় কালু গাজীর মান্নত গানের প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। দুরারোগ্য ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমা

বা বিপদাপদ থেকে মুক্তির আশায় অনেকে মান্নত করে থাকেন। মান্নত পূর্ণ হলে গাজীর পালাগানের আসর বসিয়ে খাসি জবাই করে রান্না করে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন।

এই আসরকে কেন্দ্র করে একদল মাদক ব্যবসায়ী গোপনে মাদক বিক্রি করছে। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে এসব ব্যবসা চলছে বলে জানা গেছে। গতকাল বেলগাছি বাগানপাড়ায় সরেজমিনে দেখা গেছে মাদকসেবী ও বিক্রেতাদের আড্ডা। উঠতি বয়সী তরুণরা ক্রমেই মাদকের কবলে পড়ছে।

স্থানীয়রা জানান, গাজীর গানে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে মাদকচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্ধকার ও জনসমাগমের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাদক বিক্রি চলছে। এলাকাবাসী মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় জুয়ার আসর পরিচালনার অভিযোগ গ্রাম পুলিশ আলমগীরের বিরুদ্ধে

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ আলমগীর জুয়ার বোর্ড পরিচালনা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগে বিক্ষোভের মুখে পড়েছে আলমগীর ।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশের দায়িত্বে থাকা আলমগীর হোসেন এখন হয়ে উঠেছেন জুয়া পরিচালনা গডফাদার। যিনি জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার বদলে নিজেই অপরাধ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক বনে গেছেন।

অভিযুক্ত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেন ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা ওয়াহাব আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত আলমগীরের ছত্রছায়ায় চলে জুয়ার আসর। যুবসমাজ জুয়ার নেশায় জড়িয়ে পড়ছে, পরিবার ভাঙছে,

সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। এমনকি অল্প বয়সী ছেলেরাও অপরাধচক্রের শিকার হচ্ছে।

শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রতারণারও ভয়াবহ অভিযোগ রয়েছে। ডাউকি পোয়ামারির এক অসহায় পরিবার অভিযোগ করেছে, সরকারি (পঙ্গু) ভাতা কার্ড করে দেওয়ার নাম করে তিনি ৬ হাজার টাকা নেন। কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় পেরোলেও কার্ডের কোনো খবর নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে পরিবারটি হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়।

প্রশাসনের নীরবতায় এ অভিযোগে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ। তারা বলছে, ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন গ্রাম পুলিশই যখন অপরাধচক্রের হোতা, তখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? ডাউকি ইউনিয়নের প্রবীণ এক নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে আইন রক্ষা করবে তাকেই এখন আটকাতে চাইছে জনগণ, এটা কি গণতন্ত্রের অপমান নয়?

স্থানীয়দের একটাই দাবি অবিলম্বে কুখ্যাত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। অন্যথায় ডাউকি ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়বে।

বাল্যবিবাহের আসরে ইউএনও’র হানা; বর কারাগারে, ভগ্নিপতির জরিমানা

শতাধিক বরযাত্রী, মাংস-ভাতের আয়োজন আর আপ্যায়নের তোড়জোড়—সব প্রস্তুত। বাকি শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর। এমন মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে, সদর উপজেলার মদনা ডাঙ্গা গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সী ওই মেয়েটি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে বিয়ের জন্য পাত্র

হিসেবে আনা হয়েছিল একই উপজেলার খোকসা গ্রামের রাহিদুল শেখের ছেলে রাব্বি রাসেল (১৮)-কে। অথচ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, ছেলের ন্যূনতম বয়স হতে হয় ২১ বছর, আর মেয়ের ১৮ বছর না হলে বিয়ে করা অবৈধ।

গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে ছদ্মবেশে কনের বাড়িতে উপস্থিত হন ইউএনও খাইরুল ইসলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বিয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি দেখতে পান। কিছু বরযাত্রী বাড়িতে, বাকিরা ছিলেন মসজিদে জুমা’র নামাজে। পরিকল্পনা ছিল নামাজের সময়েই হঠাৎ করেই বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলা। তবে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সে পরিকল্পনায় পানি পড়ে যায়।

ইউএনও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বর রাব্বি রাসেলকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়া বিয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে উপস্থিত রাব্বির ভগ্নিপতি সজিব আলী (আমঝুপি) কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় কনের মা-বাবাকে সতর্ক করে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনোভাবেই পুনরায় বিয়ের আয়োজন না করা হয়, সে বিষয়ে একজন স্থানীয় শিক্ষককে বিশেষ নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযান শেষে স্থানীয় জনগণকে একত্র করে ইউএনও বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনগত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। কৌশলে বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছিল। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করেছি এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সমাজে সচেতনতা তৈরি করাও জরুরি।’

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [